তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শীক্ষাবল্লীর তৃতীয় অনুবাকে পাঁচ মহাসংহিতার যথার্থ জ্ঞানের ফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে | এর জ্ঞাতা নিজ ইচ্ছানুকূল সন্তান লাভ করতে পারে, বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হতে পারে, নিজ ইচ্ছানুসার নানা প্রকার পশু এবং অন্নাদি আবশ্যক ভোগ্যপদার্থসমূহ লাভ করতে পারে | এ পর্যন্ত-ই নয়, স্বর্গলোক-ও লাভ করতে পারে | এর মধ্যে লোক বিষয়ক সংহিতার জ্ঞানে স্বর্গাদি উত্তম লোক, জ্যোতিবিষয়ক সংহিতার জ্ঞানে নানাপ্রকার ভৌতিক সামগ্রী, প্রজাবিষয়ক সন্ধির জ্ঞানে সন্তান, বিদ্যাবিষয়ক সংহিতার জ্ঞানে বিদ্যা এবং ব্রহ্মতেজ তথা অধ্যাত্মসংহিতার বিজ্ঞানের মাধ্যমে বাক্‌শক্তির প্রাপ্তি - এইভাবে পৃথক পৃথক ফল বুঝতে হবে | শ্রুতিতে সমস্ত সংহিতার জ্ঞানের সমূহ ফল কথিত হয়েছে | শ্রুতি ঈশ্বরের বাণী, এইজন্য এর রহস্য বুঝে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে উপরি-উক্ত উপাসনা করলে নিঃসন্দেহে সমস্ত ফলপ্রাপ্তি হয় | এখানে চতুর্থ অনুবাকে **"মে শ্রুতম গোপায়"** এই বাক্য পর্যন্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক বুদ্ধিবল এবং শারীরিক বল প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরের নিকট তাঁর ওঁ-ই পরমেশ্বরের নাম শ্রেষ্ঠ এবম সর্বরূপময় | কারণ প্রত্যেক মন্ত্রের প্রারম্ভে ওঁকারের উচ্চারণ করা হয় এবম ওঁকারের উচ্চারণে সম্পূর্ণ বেদের উচ্চারণের ফলপ্রাপ্তি হয় | অবিনাশী বেদ থেকেই প্রধানরূপে এই ওঁকার প্রকটিত | ওঁকার হল নাম এবং পরমেশ্বর হলেন নামী - অতএব, উভয়েই পরস্পর অভিন্ন | প্রণবরূপ পরমাত্মা সকলের পরমেশ্বর হওয়ায় **"ইন্দ্র"** নামে প্রসিদ্ধ | সেই ইন্দ্র যেন আমাকে মেধা দ্বারা সম্পন্ন করেন | **"ধীর্ধারণাবতী মেধা"** এই কোষ বাক্যানুসারে ধারণশক্তিসম্পন্ন

বুদ্ধির নাম মেধা | এর তাত্পর্য এই যে, পরমাত্মা যেন আমাকে পঠিত এবং পরিজ্ঞাত ভাব ধারণ করার শক্তির দ্বারা সম্পন্ন করেন | হে দেব ! আমি (আচার্য) আপনার অহৈতুকী কৃপায় আপনার অমৃতময় স্বরূপকে নিজের হৃদয়ে ধারণের সামর্থ্য যেন লাভ করি | আমার শরীর যেন রোগরহিত হয়, তাহলে আপনার উপাসনায় কোনো প্রকার বিঘ্ন হবে না | আমার জিহ্বা যেন অতিশয় মধুমতী হয় অর্থাত মধুর স্বরে আপনার মধুর নাম এবং গুণের কীর্তন করে মধুর রস আস্বাদন করতে পারি | আমি আমার উভয় কর্ণ দ্বারা কল্যাণময় অনেক বাণী যেন শ্রবণ করতে পারি অর্থাত আমার কান যেন আচার্য দ্বারা কথিত রহস্য পূর্ণরূপে শোনার শক্তিসম্পন্ন হয় এবং আমি যেন আপনার কল্যাণময় যশ শ্রবণ করতে সক্ষম হয়-ই | হে ওঁকার ! আপনি পরমেশ্বরের নিধি অর্থাত পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ আছেন | কারণ নামী নামেতেই বিদ্যমান | এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও আপনি মানুষের লৌকিক বুদ্ধিতে আচ্ছাদিত | লৌকিক তর্ক দ্বারা অনুসন্ধানকারীদের বুদ্ধিতে আপনার প্রভাব ব্যক্ত হয় না | হে দেব ! আপনি পরিশ্রুত উপদেশ রক্ষা করুন অর্থাত এমন কৃপা করুন যেন আমি শ্রুত উপদেশ স্মরণ করে তদনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারি | এখানে ঐশ্বর্যকামীদের জন্য হবন করার মন্ত্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | ব্রহ্মচারীদের হিতার্থে আচার্যদের কীরূপ হবন করা উচিত তার বিধি বলা হয়েছে | নিজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হিতের জন্য আচার্যদের কিরূপ হবন করা উচিত, তার বিধি বলা হয়েছে | এর পঞ্চম অনুবাকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ এই চার ব্যাবহৃতির উপাসনার রহস্য বর্ণনা করে তার ফলের বর্ণনা করা হয়েছে | সপ্তম অনুবাকের দুটি ভাগ | প্রথম ভাগে মুখ্য আধিভৌতিক পদার্থসমূহকে লোক, জ্যোতি এবং স্থুল পদার্থ - এই তিন

পংক্তিতে বিভক্ত করে তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগে মুখ্য আধ্যাত্মিক (শরীরস্থ) পদার্থসমূহকে প্রাণ, কারণ এবং ধাতু - এই তিন পংক্তিতে বিভক্ত করে তার বর্ণনা করেছেন | অষ্টম অনুবাকে "ওঁ" এই পরমেশ্বরের নামের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা এবং প্রিয়তা উত্পন্ন করার জন্য "ওঁ" কারের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে | নবম অনুবাকে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা কর্তাকে অধ্যয়ন -অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত মার্গে চলতে হবে বোঝানো হয়েছে | এই কথা উপদেশক এবং উপদেশের শ্রোতারও বোঝা উচিত | একথা বলার অভিপ্রায় এই যে, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা উভয়-ই পরম উপযোগী | শাস্ত্রাধ্যায়নে মানুষ নিজ কর্তব্য তথা তার নিয়ম এবং ফল সম্পর্কে অবহিত হয় | দশম অনুবাকে ত্রিশঙ্কু ঋষি পরমেশ্বর লাভের পর নিজের যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন, তাই এই অনুবাকে উদ্ধৃত করেছেন | একাদশ অনুবাকে গৃহস্থের জীবন কীরূপ হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হয়েছে | শীক্ষাবল্লীর অন্তিম অনুবাকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিষতা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপে তাঁর-ই স্তুতি করে প্রার্থনাপূর্বক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হয়েছে |